আহা - বেঁচে থাক বাংলা বইয়ের জন্য এমন পাগলামি

রণজিত দাশগুপ্ত

সময়টা পঞ্চাশের দশক। ভাগ্যান্বেষণে কয়েকজন বাঙালি যুবক স্বল্পতম পুঁজি সম্বল করে বোম্বাই পৌঁছবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আজো হয়তো অনেকেই যান। কিন্তু ঐ সময়ের কিছু বিশেষত্ব উল্লেখ করতে চাই।

ওখানকার বাসিন্দা কিছু প্রগতিশীল লোক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করেছিল যার নাম 'প্রগতিশীল বাঙালি সমিতি।' এই সমিতি বোম্বাই - আগত কলকাতার প্রতিভাবান যুবকদের খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আপন করে নেয়। যুবকরাও মনের মত পরিবেশ ও বান্ধব পেয়ে এখানে নিজেদের কর্মক্ষেত্র বেছে নেন --- কেউ চলচ্চিত্র পরিচালনা, কেউ ক্যামেরাম্যান, কেউ বা কমার্শিয়াল আ টিস্ট ইত্যাদি।

পল্লব নামের যুবকটির এই ধরনের কোন প্রতিভা না থাকলেও সে ঐ দলে অনায়াসে ভিড়ে যায়। তখন বোম্বাইয়ে আগমন ঘটেছে নবেন্দু ঘোষ, সলিল চোধুরী প্রমুখের, আগে থেকেই বোম্বাই প্রবাসী বিখ্যাত চিত্রকর চিত্তপ্রসাদ (ভট্টাচার্য)-কে সে চিনত, ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা সিস্টাস এর আর্ট ডিরেক্টর সমর দাশগুপ্ত প্রমুখ। এহেন তারকা সমাবেশ তখন ঐ সমিতিকে ঘিরে।

তিপ্পান্ন কি চুয়ান্ন সালের কথা। শিবাজী পার্কে বাঙালিদের বড় দুর্গাপূজা। চার - পাঁচদিন ধরে উৎসব, প্যান্ডেল ঘিরে খাবার - দাব ার অন্যান্য জিনিসের দোকান। খুব ভিড়। প্রস্তাব করা হল ঐখানে দুটি স্টল নেওয়া হবে --- একটাতে থাকবে বাংলা বইয়ের প্রদর্শনী, অন্যটায় থাকবে পাঠাগার সম্বন্ধেই প্রদর্শনী। তখন কলকাতার কাগজে 'বই পড়ুন', বই কিনুন, বই উপহার দিন, কবিপক্ষ উপলক্ষে বিশেষ কমিশন চালু প্রভৃতি লেখালেখি চলছে। স্বাভাবিক ভাবে তার ঢেউ এসে লাগল বোম্বাইতে। কিন্তু পূজা কমিটি বিনামূল্যে স্টল দিতে চাইলেন না, ভাড়াও কমাতে চাইলেন না। পরে শর্ত দিল বই বিক্রি করা যাবে না, শুধুই প্রদর্শনী। সমিতি তাতেই রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু নতুন নতুন বই কলকাতা থেকে আনা হবে কী করে? অগ্রিম টাকা ছাড়া বিশ্বাস করে অত বই কোন প্রকাশক দেবে? পল্লবই একটা প্রস্তাব দিল -- পুরো পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে সমিতি ও সমিতির মুখপত্র 'প্রবাস' এর পক্ষ থেকে নবেন্দু ঘোষের নামে ও স্ব াক্ষরে একখানা চিঠি সব প্রকাশকের কাছে পাঠানো হোক। প্রদর্শনী শেষ হলে বোম্বাইয়ের বাঙালি মহল্লায় সে সব বই বিক্রি করা হবে। অবিক্রিত বই এবং বিক্রিত বইয়ের টাকা ডাকযোগে পাঠানো হবে।

দূরদূর বুকে সবাই অপেক্ষা করছে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তবে নবেন্দু ঘোষ, ফণী মজুমদার, চিত্তপ্রসাদকে কলকাতার প্রকাশকরাও ভাল করে জানেন। যে সংগঠনের সঙ্গে এরা জড়িয়ে তারা নিশ্চয়ই প্রতারণা করবে না। কিছু কিন্তু উত্তর এল পুস্তক তা লিকা সমেত। বইয়ের তালিকা চেয়েছে সমিতির কাছে। তালিকা করে পাঠানো হচ্ছে। এই সব করতে করতে পূজো প্রায় আগত। তখন বড় প্রকাশক কয়েকজন লিখে পাঠালেন বই পাঠানোর সমস্যা। পার্সেল করে পাঠানোর ঝামেলা, বই পথে নষ্ট হবে। সবচেয়ে বড় কথা সময়ে নাও পৌঁছাতে পারে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি কেউ বোম্বাই থেকে কলকাতা এসে বইগুলো নিয়ে যায়। কে যাবে? কলকাতা - বোম্বাইয়ের ট্রেনভাড়াও কম নয়। ভাড়া জোটানো সহজ নয় বলে বন্দুদেরর মধ্যে অনেকে ৩/৪ বছরের মধ্যে কলকাতা গিয়ে বইগুলি সংগ্রহ করে পুজোর ঠিক দু'তিন দিন আগে বোম্বাই পৌঁছে যাবে? পুজোর আগে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে পুজো না কা টিয়ে কে ফিরে আসবে ? তাহলেকি পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে?

না, কিছুতেই একে ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। মূল পরিকল্পনা ছিল যার, সেই একরোখা পল্লব বলল --- সে যাবে। রেলকর্মী হিসেবে সে রেলওয়ে পাশে যাবে আসবে, সুতরাং সংগঠনের অর্থও সাশ্রয় হবে। এবং সে গেল। ঘুরে ঘুরে বই সংগ্রহ করল, পুজোর তিন-চারদিন আগে বোম্বাই মেলের অসংরক্ষিত কামরায় ঠেলাঠেলি করে, প্যাকেটগুলি সযত্নে রেখে আবার রওনা দিল আরব স াগরেরতীরে।

রেল চলছে ঝমাঝম, যাত্রীদের নানা কথাবার্তা, জানলার বাইরে দৃশ্যের পর দৃশ্য উল্টো দিকে ছুটে চলেছে, টেলিগ্রাফের পোস্টছুটে পেছনে। পল্লব কিন্তু গম্ভীর। তার চোখে স্থির চিত্র হয়ে আছে তার অসুস্থ মা, বয়স্ক পিতা আর ভাইবোনদের উদাস বিষাদক্লিষ্ণ প্রমুখর মুখগুলি। তিনবছর পর যে বোম্বাই থেকে বাড়ি আসে পুজোর আগে --- পরিবার পরিজন তো নিশ্চিত আসা করতে পারে ত াদের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ভাইবোনদের দাদা অন্তত পুজোর কটা দিন তাদের সঙ্গে কাটাবে! বোনেরা চিঠি লিখেছিল --- দাদা তোমায়

নিয়ে পুজোর প্যান্ডেলগুলি ঘুরব। কিন্তু এ কী হল? ভূ ভারতে কেউ এমন কাণ্ড দেখেছে, না শুনেছে? পল্লবের মন কি পাথর? পরিবারের প্রতিএত নির্দয়? বাইরের জগৎ তার কাছে এত বেশি সত্য -- নিজের পরিবার - পরিজনদের চেয়ে? এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে তারচোখ কি ভিজে উঠল? ভাইবোনের কণ মুখগুলি তার মনের কন্দরে ভাস্কর্যের মত খোদাই হয়ে রইল চিরতরে।

একদিকে যদি অবদ্ধ কান্না, তো অন্যদিকে উৎফুল্ল হাসি। কেউ বিশ্বাস করেনি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে সিগনেট প্রেস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, বিশ্বভারতী, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড প্রেস প্রভৃতি প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রচুর বই নিয়ে পল্লব ফিরে আসবে।

যাইহোক, নতুন বন্ধু হিমাদ্রি দাশগুপ্ত ছবি আঁকছেন --- একজন পাঠিকা শুয়ে নিবিষ্ট মনে বই পাঠরতা, অন্যদিকে লাইব্রেরির ছবি, বইয়ের মোটিফ ইত্যাদি। প্রবল উৎসাহে বই সাজানো হল। প্রথমদিন থেকে ভিড়ে ভিড়াক্কার, ফিল্ম জগতের লোকজন, বড়বড় অফিসার, অর্থাৎ সচ্ছল লোকেরা যেমন, তেমনই ছাপোষা মধ্যবিত্ত মানুষই আনন্দে উচ্ছল --- এত বই, বাংলা বই হাতের কাছে পেয়ে, যেমন খুশি নেড়েচেড়ে দেখছে -- কিন্তু অভিযোগ --- বই অভিযোগ --- "সে কি, কিনতে পারব না? এখানে বই বিক্রি করার অনুমতিনেই? --কেন এই অদ্ভুত নিয়ম?" কৈফিয়ত দিতে দিতে অস্থির। বলা হলো --- "ঠিক আছে নাম ঠিকানা দিন, আমরা পুজোর পর আপনার বাড়ি বই দিয়ে আসবো।" সন্দেহ নিয়েই ঠিকানা দিলেন --- যাবেন তো? আমি থাকি --- খার -এ, কেউ সান্তাক্রুজে, আন্ধেরি, শিবাজী পার্ক, মালাড, দাদর। ---"যাব, যাব, দেখবেন ঠিক যাব।"

পল্লবের মনের কন্দরে ভাস্কর্য হয়ে যাওয়া ভাইবোনদের বিষাদক্লিষ্ণ মুখগুলি ছাপিয়ে কি এই উৎফুল্ল মুখগুলি খোদিত হয়েছে? না --- তারা পাশাপাশিই অবস্থান করছে। হাসি কান্না যে চুনী পান্না...।

পূজা হল অবসান। এবার পালা নতুন অভিযানের। ছুটির সকাল সন্ধ্যে দু'তিনজন দল বেঁধে, প্রত্যেকের কাঁধে দু'তিনটে বইয়ের থলি ---চলো খার, সান্তাক্রুজ, আন্ধেরি, মালাড, দাদার -- ঠিকানা খুঁজে খুঁজে, বাঙালি পরিবারে। কী আনন্দ! তারপর চলো -- সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শশধর মুখার্জী প্রমুখের বাড়ি। সওদা বেশ চলছে। সলিল জিজ্ঞাস করলেন --- 'এখন নতুন লেখক করা লেখা ভাল।" বলল তারা --- 'সমরেশ'। 'কি বই?' 'সওদাগর' উদ্বাস্তু বাঙালির টি - বিস্কুট তৈরি করে ব্যবসার চেষ্টা, সংকট - দ্বিধা...বাংলা সাহিত্যে নতুন বিষয় -- বলল পল্লব। সলিসের উত্তর --- হ্যাঁ, ক্লাসে ৩৭ নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হওয়া! মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, সলিলের তখন দুতিনটি সফল গল্প প্রকাশিত।

আর একটি অভিজ্ঞতা সান্তাক্রুজে। মহিলার নাম নীলিমা (সম্ভবত চক্রবর্তী), স্বামী নেভির অফিসার, বাড়ি নেই, তিনি বাগান পরিচর্যায় রত। পল্লব, দেবুদা (দেবব্রত সেনগুপ্ত) আর কামাখ্যাবাবুকে দেখে আনন্দে বললেন --- যান, ঘরে বসুন , আসছি। সাজানো বই। দেবুদা শেলফ থেকে একটা বই হাতে নিয়ে সোফায় বসা মাত্রই --- কোথা থেকে এক বিশালকায় এলসেসিয়ান সামনের দু'পা দেবুদা'র দুই কাঁধে রেখে লম্বা জিব বার করে মৃত্যুদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। দেবুদার আত্মারাম তখন খাঁচাছাড়া হবার অবস্থা। অন্য দুজনের অবস্থাও তখন সঙ্গিন। উঠে বারান্দায় গিয়ে যে মহিলাকে বলবেন সে সাহসও হচ্ছে না। যদি দেবুদাকে ছেড়ে বাকি দু'জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? কিছুক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা এসে ডেকে নিলেন প্রিয় সারমেয়টিকে। বললেন --- 'না বলে তাক থেকে বই নিয়েছেন বলেই এই অবস্থা। বই নিয়ে বেরোতে গেলেই বিপদ হতো।'

এই রকম কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না হয়েছে। কেউ বই নিয়ে দাম পড়ে নিয়ে যেতে বলেছে। পরে গিয়ে দেখা গেল তিনি বাড়িনেই। ইত্যাকার ব্যাপার। তবু, তবু সুদূর বোম্বাইয়ে কিছু বাংলা বই -- প্রেমী পাগল যুবকের কাণ্ডকারখানা কি পরবর্তী কালের নানা 'বইমেলা' ঘিরে গড়ে ওঠা ভালবাসার পূর্বসূরি বলে মনে হয় না? প্রৌঢ় বয়সে পল্লবের এবং তার দু একজন বন্ধুদের কিন্তু তা-ই মনে হয়।একজন তো বলেই ফেললেন সেদিন--- সেই ভারি বইয়ের থলি কাঁধে করে বইতে গিয়ে কাঁধের ব্যথা এখনো অনুভব করে সে। এরই নাম কি প্রেম --- বইপ্রেম? না কি যৌবনের পাগলামি? আহা --- বেঁচে থাক এমন পাগলামি --- বাংলা বইয়ের জন্য।